দৈনিক জনকণ্ঠ

১৭/৯/২০০১

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ... ২ ......

নির্বাচনী হাওয়ায় চাঙ্গা হয়ে উঠেছে ঢাবি শিক্ষকদের রাজনীতি ॥ দুই গ্রুপই নেমেছে প্রচারে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ জাতীয় নির্বাচনী রাজনীতির প্রভাব পড়েছে এবার দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর। চাঙ্গা হয়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক রাজনীতি। প্রগতিশীল চিন্তাধারার শিক্ষকরা আওয়ামী লীগের সমর্থনে নীল দলের ব্যানারে সুসংগঠিত হয়ে নেমেছেন নির্বাচনী প্রচারে। পক্ষান্তরে বিএনপি-জামায়াত সমর্থক সাদা দলের শিক্ষকরাও বসে নেই। তাঁরা নেমে পড়েছেন চারদলীয় জোটের সমর্থনে। এলাকাভিত্তিক নির্বাচনী কার্যক্রমে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে কাজ করার পাশাপাশি দু'দলের নেতৃস্থানীয় শিক্ষকবৃন্দ কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা দফতরে প্রতিটি মুহূর্ত বিশ্লেষণ করে পরামর্শ দেয়ার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। শিক্ষকদের কেউ কেউ নিয়মিত আওয়ামী লীগ নির্বাচন পরিচালনা অফিস এবং সুধা সদনে যাচ্ছেন বিরাজমান পরিস্থিতিতে শলাপরামর্শ করতে। একই কাজে সাদা দলের শিক্ষকরাও ছুটে যাচ্ছেন বনানীর হাওয়া ভবনে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থক নীল দল এবারের নির্বাচনে স্বাধীনতা পরবর্তী যে কোন নির্বাচনের চেয়ে বেশি মাত্রায় তৎপর হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শক্তিকে সর্বাত্মক সমর্থনদানের আহ্বান জানিয়ে নীল দলের শিক্ষকরা আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে নেমেছেন। নীল দলের শিক্ষকরা স্ব স্ব এলাকায় গিয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর পক্ষে প্রচার কাজে নেমে পড়েছেন। আবার যেসব এলাকায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিজয় নিয়ে টানাপোড়েন রয়েছে সেসব এলাকা চিহ্নিত করে শিক্ষক প্রতিনিধি পাঠানো হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগ সমর্থক শিক্ষকদের উদ্যোগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদ। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলামকে প্রধান সমন্বয়ক করে পাঁচ শ' এক সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় এই পরিষদের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিট কমিটি রয়েছে। এই পরিষদ ঢাকার কার্যালয়ে 'নির্বাচন সমীক্ষণ কার্যক্রম' নামে একটি জনমত যাচাই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। ইতোমধ্যে এই পরিষদের ব্যানারে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক শামসুল হুদা হারুন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বরিশাল, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, পিরোজপুর ও বরগুনা সফরে রয়েছেন। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আরআইএম আমিনুর রশীদ এবং সহকারী প্রক্টর সেলিম মাহমুদ কুমিল্লার কচুয়া থানায় পর্যবেক্ষণে গিয়ে সন্ত্রাসীদের কাছে বাধাগ্রস্ত হয়ে ফিরে এসেছেন। এদিকে পারিবারিক বন্ধন এবং চেতনার সমতার কারণে খ্যাতনামা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এবং অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন কুমিল্লার কচুয়া নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগ প্রার্থী মহিউদ্দিন খান আলমগীরের পক্ষে প্রচার কাজ করছেন।

আসন্ন নির্বাচন প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম জনকণ্ঠকে বলেছেন– যুদ্ধাপরাধী স্বাধীনতাবিরোধীদের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ঐক্য তাদের মাঠে নামতে বাধ্য করেছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় '৭১-এর ঘাতক জামায়াত-শিবির রাজাকার, মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠনকারীদের অংশীদারিত্ব দেশবাসী কোনভাবেই মেনে নেবে না, দেশবাসীর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে সচেতন শিক্ষক সমাজ কাজ করছে বলে তিনি জানান।

এদিকে বিএনপি-জামায়াত সমর্থক সাদা দলের শিক্ষকরা স্ব স্ব এলাকায় চারদলীয় জোটের প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কেন্দ্রীয় একটি টিম সর্বক্ষণিক বনানীস্থ হাওয়া ভবনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছেন। বিএনপির শিক্ষকদের মধ্যে দল ক্ষমতায় এলে প্রত্যাশা প্রাপ্তির হিস্যাবনিকাশের বিষয় নিয়ে চলছে স্নায়ুযুদ্ধ। সবচেয়ে বড় বিরোধ হচ্ছে বিএনপির উদারপন্থী শিক্ষক গ্রুপ যাঁদের পরিচিতি 'প্রোলিবারেশন' হিসাবে তাঁরা জামায়াতকে সমর্থন দিতে নারাজ। তাঁরা নীরব রয়েছেন। জামায়াতের সাথে ঐক্যের কারণে দীর্ঘদিন সাদা দলের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জনকণ্ঠকে বলেছেন– বিএনপি এককভাবে নির্বাচন করলে বরং ভাল করত। যুদ্ধাপরাধী জামায়াত-শিবির যারা তাদের অপরাধের জন্য আজও দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চায়নি তাদের মেনে নেয়া যায় কি? –প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বিএনপি নেতাকর্মীদের বড় অংশটির সবাই জামায়াতকে ভোট দেবে দল কি সেটা নিশ্চিত করতে পারবে? তা কোন দিন সম্ভব নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। এই শিক্ষক নেতা জানান, আপাতত রাজনীতির সঙ্গে এসব কারণে তাঁর সম্পৃক্ততা খুবই কম। তবে ডানপন্থী হিসাবে পরিচিত শিক্ষকরা অতি উৎসাহী হিসাবে বিএনপির নির্বাচনী রাজনীতিতে কাজ করছেন বলে তিনি জানান। প্রতিদিন রাজনীতির খোঁজখবর নেয়া, নিজ তাগিদ থেকে দলের জন্য কিছু করা এই সময়ে শিক্ষকদের রুটিন ওয়ার্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।